দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 1 1 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অচলাবস্থা নিরসনে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে পুনরায় লিয়াজোঁ কমিটি : ৩৩ শিবির কর্মীর আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : সংঘাত-বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট পুনরায় লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করেছে। একই সাথে ১৯৮৬ সাল থেকে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য চ্যান্সেলরের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

অন্যদিকে ৩৩ জন শিবির কর্মীর আটকাদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না– এই মর্মে হাইকোর্ট চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের (ডিসি) প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেছে। এছাড়া, ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণের দাবীতে সংগ্রামী ছাত্রঐক্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) ৩ ঘন্টা অনশন কর্মসূচী পালন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার বিকেলে সিন্ডিকেট সভা ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে ভিসির বাংলোয় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইতোপূর্বে গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করায় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ইমরান হোসেনকে সভাপতি করে লিয়াজোঁ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সদস্যগণ হলেন এফ রহমান হলের প্রভোস্ট ডঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, আলাওল হলের প্রভোস্ট ডঃ আবদুল হাকিম, শাহজালাল হলের প্রভোস্ট ডঃ সুলতান আহম্মেদ, সাবেক প্রোক্টর ডঃ তৌহিদ ওসমান খান, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আহমদ ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিন কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করবেন। এই কমিটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে ভার্সিটি সচল করার সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন মহলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট সভায় ১৯৮৬ সাল থেকে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত দু'একদিনের মধ্যে চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হবে।

এদিকে ৩৩ জন শিবির কর্মীর আটকাদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না– এই মর্মে হাইকোর্ট চট্টগ্রামের ডিসির প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ঘুমন্ত ৫৪ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্য থেকে ৩৩ জনকে এক সপ্তাহ পর আটকাদেশ দেয়া হয়, বাকি ২১ জনকে জেল হাজতে পাঠানো হয়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রীট করা হয়।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি, প্রোক্টর ও প্রভোস্টদের অপসারণের দাবীতে চলমান এক দফার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংগ্রামী ছাত্রঐক্যের উদ্যোগে গতকাল ১০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে অনশন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সেখানে সংগ্রামী ছাত্রঐক্যের আহবায়ক মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জমায়েতে জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুবের রহমান শামীম, শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু, সাইফুল ইসলাম, ছাত্রদলের মোশারফ হোসেন দীপ্তি, সুজাউদ্দিন ও ছাত্রঐক্যের সদস্য সচিব জসিম উদ্দিন বক্তব্য রাখেন।